المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

705

আত্ম শুদ্ধি

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ ﴾

[অর্থঃ "যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।" সূরা শুআরা-৮৮-৮৯]

রচনাঃ

খালেদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল্ মুসলেহ

মুদ্রণ ও প্রকাশনায়ঃ

ইসলামী দাওয়াত, ইরশাদ, আওকাফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিষয়ক সংস্থা রিয়াদ

আত্মশুদ্ধি

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ • إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾

[অর্থঃ "যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।" সূরা শুআরা-৮৮-৮৯]

রচনা:

খালেদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল্ মুসলেহ

অনুবাদ:

আব্দুন্ নূর বিন আব্দুল জব্বার

সম্পাদনা

জাকির হুসাইন বিন অরাসতুল্লাহ

ح وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ١٤٢٧ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المصلح ، خالد بن عبدالله بن محمد

صلاح القلوب ./ خالد بن عبدالله بن محمد المصلح . - الرياض ، ١٤٢٧ هـ

٦٨ ص ؛ .. سم

ردمك : 9960-29-546-X

١ - الوعظ والارشاد أ. العنوان

ديوي ٢١٣ ١٤٢٧/٣٦٤٥

رقم الإيداع : ١٤٢٧/٣٦٤٥

ردمك : 9960-29-546-X

الطبعة الخامسة

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان سنته إلى يوم الدين. أما بعد.

অর্থঃ" নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করি আর তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের অনিষ্ট এবং নিজেদের অন্যায় কার্যাদির অশুভ পরিণতি হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ্ যাকে হিদায়েত দান করেন তাকে বিভ্রান্তকারী কেউ নেই এবং যাকে তিনি বিভ্রান্ত করেন তাকে হিদায়েত প্রদানকরী কেউ নেই। আমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত [সত্য] কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ [ﷺ] আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, তাঁর দোস্ত, তাঁর বন্ধু এবং তাঁর সৃষ্টি

কুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ পাক তাঁকে হিদায়েত এবং সত্য দ্বীন দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী করে পাঠিয়েছেন। তিনি রিসালতের মহান দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেছেন এবং আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্বকে তিনি যথাযথ ভাবে আদায় করেছেন। এবং উম্মতকে তিনি সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন। এবং তাঁর মৃত্যু আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে গেছেন এবং তিনি তারই উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন,তাঁর সাহাবায়ে কিরাম এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করবে তাদের সকলের প্রতি রহমত নাযিল করুন।

হামদ্ ও না'তের পর, যদি কোন দর্শক ও পর্যবেক্ষক [আজ] অধিকাংশ মানুষের অবস্থা [গভীরভাবে] পর্যবেক্ষণ করেন, তা হলে তিনি আজব বা বিস্ময়কর এক বিষয় লক্ষ্য করতে পারবেন। এবং তিনি আরও দেখতে পাবেন যে, মানুষ বাহ্যিক বিষয়ে উন্নয়ন,সুন্দর ও সজ্জিতকরণে যত অধিক যত্নবান ও মনোযোগী এবং দৃশ্যত বিষয়কে বিভিন্ন প্রকার রূপসজ্জা সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত ও সৌন্দর্যসাধনে যত্নবান হতে দেখতে পাবেন। একই সময়ে পর্যবেক্ষক ব্যক্তি মানুষকে আভ্যন্তরীণ
বিষয়ের সজ্জিতকরণে ও তার শুদ্ধি এবং সংশোধনে সম্পূর্ণ ভাবে গাফিল বা অন্যমনস্ক ও হতবুদ্ধি দেখতে পাবেন। বাহ্যিক বিষয়কে সুন্দর করার জন্যে সে কত যে সময়, ক্লান্তি

ও চেষ্টা এবং শক্তি ব্যয় করছে অথচ অন্তরের সংশোধন ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ের সংশোধনে সম্পূর্ণ ভাবে গাফিল। এমনকি অনেক মানুষ বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং তার শোভা প্রকাশ করা ছাড়া তার মধ্যে অন্য কোন আগ্রহই দেখা যায় না। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের সম্পর্কে মুনাফেকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় সত্যই বলেছেন ঃ

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (٤) سورة المنافقون

অর্থ"[হে রাসূল!] তুমি যখন তাদের [মুনাফেকদের] দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে তখন তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর, যেন তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ; তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলছে? "

[সূরা মুনাফিকূন ৪ আয়াত]

অতএব এই হলো সেই সমস্ত জাতি যারা দৃশ্যত সুন্দর ও মনোরম এবং তাদের কথায় প্রতারক। তাদেরকে আল্লাহ পাক দেয়ালে ঠেকানো কাঠের সাথে তুলনা করেছেন, যে কাঠের মধ্যে কোন উপকারিতা নেই এবং এ সমস্ত এমন দৃশ্য যার কোন মূল্য নেই এবং এমন অপরাধ ও অন্যায় যা অনুভব করা

ও বুঝানো যায় না। এগুলি এমন নিকৃষ্ট অবস্থা যা কোন ঈমানদার তার নিজের জন্য পছন্দ করতে পারেন না বরং কোন ঈমানদারের ঈমান তার আভ্যন্তরীণ বিষয়ের সংশোধন এবং তার অন্তরের পবিত্রতা ও সুবাসিত করা ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না। তাই বান্দার আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং অন্তর যদি নষ্ট, কুৎসিত ও নোংরা হয় তা হলে বাহ্যিক সৌন্দর্য ও উন্নয়ন কোনই উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ পাক ঐ সমস্ত কওম বা জাতির প্রতিবাদ করে এরশাদ করেন যে, যাদেরকে তাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও তাদের অবস্থার উন্নয়ন প্রতারিত করেছিল এবং তারা তাদের এই অবস্থাকে তাদের আখেরাতের উত্তম পরিণতির প্রমাণ জ্ঞান করেছিল।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا﴾ (٧٤) سورة مريم

অর্থ"তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠিকে ধ্বংশ করেছি যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।"

[সূরা মারয়াম-৭৪ আয়াত]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা অবহিত করেছেন যে, তিনি এমন অনেক জাতিকে পূর্বে ধ্বংস করেছেন, যারা আকৃতিতে উত্তম এবং অর্থে অধিক আর গঠনে সুন্দর ছিল এবং তারা যে সম্পদ ও সমৃদ্ধি দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল তা তাদের কোনই উপকারে আসেনি।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾ (٨٢) سورة غافر

অর্থ:"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমন করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করতো তা তাদের কোন কাজে আসেনি।"

[সূরা গাফের [মুমিন] ৮২ আয়াত]

অতএব আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য এবং অন্তরের যথার্থতা ও সঠিকতাই হলো মূল বিষয় এবং যার উপর নির্ভর করবে দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

﴿يَا بَنِيْ آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ﴾ (٢٦) الأعراف

অর্থঃ"হে বানী আদম! আমি তোমাদেরকে লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভূষার জন্যে তোমাদের পোশাক পরিচ্ছদের উপকরণ অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ ভীতি পরিচ্ছদই সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। এটা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম নিদর্শন, সম্ভবত মানুষ এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করবে।"

[সূরা আ'রাফ ২৬ আয়াত]

আল্লাহ পাক অবহিত করেছেন যে, তাকওয়ার পোশাক ও তার সজ্জিতকরণই হলো বাহ্যিক সাজসজ্জা, প্রাচুর্য ও ইত্যাদি থেকে উত্তম। বান্দা তার অন্তরের সংশোধন, সজ্জিতকরণ, সুবাসিত ও সুগন্ধযুক্ত করা ছাড়া তার তাকওয়ার পোশাকে সজ্জিতকরণ সম্ভব নয়। কারণ তাকওয়ার স্থান হলো অন্তর। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ (٣٢) سورة الحج

অর্থঃ"এটাই আল্লাহর বিধান, এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটাতো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিপ্রকাশ।"

[সূরা হাজ্জ ৩২ আয়াত]

আল্লাহ জাল্লা ও আলা শানুহু দ্বীন ইসলামের নিদর্শন ও অনুষ্ঠান এর সম্মান প্রদর্শন করা বান্দার আন্তরে তাকওয়ার বিদ্যমানতা ও অবস্থান এর প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সহীহ মুসলিমে [সাহাবী] আবূযার [ﷺ] থেকে হাদীস বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

((يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم و جنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم و جنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا.)) صحيح مسلم رقم (٢٥٧٧)

অর্থঃ"হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও সকল জ্বিন যদি তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির সবচেয়ে অধিক

সংযমশীল বা পরহেজগার হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বের কিছুই বাড়াতে পারবে না। হে আমার বান্দাহগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জ্বিন যদি তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির সবচেয়ে অধিক পাপী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায় তবুও আমার রাজত্বের কিছুই কমাতে পারবে না।" [মুসলিম, হাদীস নং-২৫৭৭]

হাদীসটি একথার প্রমাণ করে যে, তাকওয়ার মূল হলো অন্তরের পরহেজগারী এবং একই ভাবে অন্যায় ও ব্যভিচার এর স্থানও হলো অন্তর। তাই নাবী কারীম [ﷺ] তাকওয়া বা পরহেজগারীকে এবং অন্যায় ও ব্যভিচারকে তার স্বস্থানেই যুক্ত করেছেন আর উক্ত স্থান হলো অন্তর। নাবী করীম [ﷺ] এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যা ইমাম মুসলিম স্বীয় মুসলিম শরীফে আবূ হুরাইরাহ [رضي الله عنه] থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন ঃ

((التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صـــدره ﷺ))

رواه مسلم– رقم الحديث (٢٥٦٤)

অর্থঃ"তাকওয়া বা পরহেজগারী এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে এবং [তৃতীয়বারে] তিনি তাঁর বক্ষের বা অন্তরের দিকে ইশারা করলেন।" মুসলিম হাদীস নং -২৫৬৪

নাবী কারীম [ﷺ] তাঁর বুকের দিকে ইশারাহ করার কারণ হলো যে, অন্তরই হলো তাকওয়ার স্থান ও তার মূল।

প্রিয় পাঠক! আপনার অন্তরের বিষয়টি হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তার প্রভাবও হলো বিরাট গৌরবময়। কারণ আল্লাহ পাক অন্তরের এসলাহ বা সংশোধনের জন্য কিতাব [কুর আন] অবতীর্ণ করেছেন

এবং অন্তরের সংশোধন, সজ্জিতকরণ এবং সুবাসিত ও সুগন্ধযুক্ত করার জন্য রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٧) سورة يونس

অর্থঃ"হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এমন এক বস্তু সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নসীহত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী, আর ঈমানদারদের জন্য ওটা পথ প্রদর্শক ও রহমত।" [সূরা ইউনুস - ৫৭ আয়াত]

আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেন,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (١٦٤) سورة آل عمران

অর্থঃ" নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর [আল্লাহর] নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে গ্রন্থ এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দান করে ।" [সূরা আলে ইমরান ১৬৪ আয়াত]

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বৃহত্তর ও সুমহান যা নিয়ে এসেছেন তা হলো অন্তরের সংশোধন ও পরিশুদ্ধতার ব্যবস্থাপত্র । এ কারণেই একমাত্র রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর পথ ও পদ্ধতি ব্যতীত তা পরিশুদ্ধ করার কোন উপায় নেই।

অন্তরের বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার আবশ্যকতার কারণ হলো যে, অন্তর এমন একটি সূক্ষ্ম বা কমনীয় মাংসখন্ড যা আল্লাহ পাক তাঁর জ্ঞান ও বিচক্ষণতার দ্বারা মনোনীত করেছেন এবং তাকে তার আলোর স্থান এবং হিদায়েতের জন্যে মূলকেন্দ্র বানিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁর কিতাবে অন্তরের উদাহরণ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٣٥) سورة النور

অর্থ:"আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি,তার জ্যোতির উপর উপমা যেন একটি দীপাধার,যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সাদৃশ্য; এটা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত ও পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতিচ্যের নয়, অগ্নি ওকে স্পর্শ না করলেও যেন ওর তৈল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে; আল্লাহ মানুষের জন্যে উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

[সূরা নূর - ৩৫ আয়াত]

অন্তর হলো পরিচয়ের স্থান, তাই এই অন্তর দিয়েই বান্দাহ তার প্রতিপালক ও মনিবের পরিচয় লাভ করে থাকে। এর মাধ্যমেই মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে পরিচয় লাভ করে থাকে এবং এরই মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহর শরয়ী' আয়াত বা আল্লাহ্ পাক যা তাঁর বান্দার প্রতি অহি আকারে নাযিল করেছেন তা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে থাকে।
আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ,

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (٢٤) سورة محمد

অর্থঃ"তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" [সূরা মুহাম্মাদ ২৪ আয়াত]

বরং তাদের অন্তরে এমন তালা লাগানো, যা চিন্তা ভাবনা করতে বাধার সৃষ্টি করে। এবং এই অন্তর দিয়েই বান্দাহ আল্লাহ্ পাকের মাখলুকাত [যেমনঃ দিন, রাত এবং চন্দ্র ও সূর্য ইত্যাদি] এবং দিগন্ত ও সুদূর প্রান্তের নিদর্শন নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে থাকে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন,

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (٤٦) سورة الحج

অর্থঃ"তারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? তা হলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতি শক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে

পারতো। বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।" [সূরা হাজ্জ ৪৬ আয়াত]

আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ নিজের মধ্যে এবং আল্লাহর মাখলুকাত, দিগন্ত ও সুদূর প্রান্তের নিদর্শন নিয়ে অন্তর ও বোধশক্তি দ্বারই চিন্তা ও গবেষণা করে থাকে। এবং অন্তরের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার আবশ্যকতার তাকিদের কারণ হলো যে তা এমন এক বাহন বা এমন আরোহণের পশু যার মাধ্যমে বান্দাহ তার আখেরাতের পথকে অতিক্রম করতে পারে। কেননা আল্লাহর দিকে ভ্রমণ বা গমন করার অর্থ হলো অন্তরের ভ্রমন শরীর ও কায়ার ভ্রমণ নয়। কবি বলেনঃ

অর্থঃ" তাঁর [আল্লাহর] দিকে পৌছতে পথের দূরত্ব ও ব্যবধান অন্তরের দ্বারা অতিক্রম করার মাধ্যমে সম্ভব। সওয়ারীর গদিতে বসে [তাঁর কাছে] ভ্রমন সম্ভব নয়।"

ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ বুখারীতে আনাস [ﷺ] এর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে আমরা আল্লাহর নাবী [ﷺ] সঙ্গে তাবূক যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

((إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر))

অর্থ:"এমন লোকজন আছে যাদেরকে আমরা মদীনায় পিছনে ছেড়ে এসেছি, আমরা এমন কোন উপত্যকা ও গোত্রকে

অতিক্রম করি না যে, তারা আমাদের সাথে অন্তরের দিক থেকে উপস্থিত থাকেন। তাদেরকে ওজর বা কারণ আটকিয়ে রেখেছে।" [বুখারী, হাদীস নং-৪৪২৩]

ইমাম মুসলিম জাবের [ﷺ] এর হাদীসে বর্ণনা করেন,"কিন্তু তারা সওয়াবে তোমাদের সাথে শরীক, যাদেরকে অসুস্থতা আটকিয়ে রেখেছে।" মুসলিম হাদীস নং ১৯১১]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তারা এমন লোক যাদের দেহ বা শরীর মদীনায় ওজর বা অসুস্থতার কারণে আটকিয়ে রাখা হয়েছে যার ফলে তারা রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সাথে উক্ত যুদ্ধে বের হতে পারেননি, তবে তারা অন্তরের দিক থেকে ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে বের হয়েছিলেন। তারা আল্লাহ রাসূলের সাথে আত্মা এবং অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির ন্যায় উপস্থিত থাকেন।-এবং এটিই হলো অন্তরের দ্বারা জিহাদ। **ইবনুলকাইয়েম রাহেমাহুল্লাহ বলেন ঃ** "এবং এটি হলো অন্তর দিয়ে জিহাদ করা, আর তা হলো জিহাদের চার স্তরের একটি। স্তর চারটি হলো নিম্নরূপঃ অন্তর, জিহবা,অর্থ-সম্পদ এবং শরীর। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

(جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم)

অর্থঃ"তোমরা মুশরিকদের সাথে জিহবা, অন্তর এবং অর্থ-সম্পদ দিয়ে সংগ্রাম করো।"

[আবূদাউদ হাদীস নং ২৫০৪, নাসায়ী হাদীস নং৬/৭,আহমাদ ৩/১২৫, ১৫৩, যা'দূল মাআদ]

তাই ঐ সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম যারা মদীনা থেকে অসুস্থতা বা ওজরের জন্য [রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সাথে] বের হতে পারেননি বটে, তবে তারা সওয়াবে তাদের সমান যারা জান ও মাল সহ [রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সাথে] যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। আর এটা হলো আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ যাকে চান তিনি তাকে তা দান করেন। আল্লাহ তা'য়ালার দিকে অগ্রবর্তিতা ইচ্ছা, অভিপ্রায়, খাঁটি আগ্রহ এবং চূড়ান্ত সংকল্প দ্বারা সম্ভব যদিও ওজরের কারণে আমলে পশ্চাদগামীতা হউক না কেন।

ইবনে রজব রাহেমাহুল্লাহ বলেন ঃ

"শারিরীক অধিক আমলের উপরেই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নির্ভর করে না বরং তা নির্ভর করে আল্লাহর জন্য খাঁটি ও বিশুদ্ধ নিয়ত এবং সুন্নাত বা হাদীসের সঠিক অনুবর্তীতার মাধ্যমে এবং অন্তর সম্পর্কে অধিক পরিচয় এবং তার আমলের মাধ্যমে।" এবং এজন্যেই বাকর বিন আব্দুল্লাহ আল মুযানী রাহেমাহুল্লাহ আবূ বাকর সিদ্দীক [رضي الله عنه] এর অন্য সকল সাহাবায়ে কিরামের প্রতি তার অগ্রবর্তীতার রহস্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন "আবূ বাকর তাদের থেকে অগ্রবর্তীতা নামায, রোযার আধিক্যের জন্যে নয় বরং তার অন্তরে এমন এক বস্তু যা তার অন্তরকে বিদীর্ণ করেছিল। কবি বলেন ঃ

অর্থঃ"আমার কাছে তোমার ন্যায় শক্তিশালী ভ্রমনকারী এমন কে আছে ? কারণ তুমি আস্তে আস্ত চল এবং সবার পূর্বে [গন্তব্যে] এসে পৌঁছে যাও।

প্রিয় পাঠক !

প্রকৃত পক্ষে অন্তরের তাকওয়া হলো মূল বিষয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তাকওয়া বা পরহেজগারী নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরবানীর পশু এবং [হজ্জে] হাদী কুরবানী করা সম্পর্কে যা বলেন তা এ বিষয়ের প্রমাণ করে।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ﴾

অর্থঃ "আল্লাহর কাছে পৌছে না ও গুলির গোশ্ত এবং রক্ত বরং তাঁর কাছে পৌছে তোমাদের [অন্তরের] তাকওয়া।" [সূরা হাজ্জ ৩৭ আয়াত]

আল্লাহ পাকের কাছে অন্তরের তাকওয়াই শুধু পৌছে থাকে, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (١٠)

অর্থঃ তাঁরই [আল্লাহর] দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম ওকে উন্নীত করে ।" [সূরা ফাতির-১০ আয়াত]

যে কোন প্রকার আমলের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ভীতি বা পরহেজগারী এবং তা সম্ভব হবে ভালবাসা এবং সম্মানের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য অন্তরের ইবাদত এর মাধ্যমে

কবি বলেন ঃ

অর্থঃ"আল্লাহর কাছে আমলের [প্রকাশ্য] আকৃতির কোন মর্যাদা নেই বরং তা হলো ঈমানের বাস্তবতার প্রতি নির্ভরশীল। আমলের শ্রেষ্ঠতা ব্যক্তি যা দলীল বা প্রমাণ সহ

অনুসরণ করে থাকে তার প্রতি। এমন কি আমারা উভয় প্রকার আমলকারীর মর্যাদার স্বচক্ষ দর্শনকারী । এই হলো তাদের দু'জনের মধ্যে মর্যাদায় ও অগ্রাধিকার এবং প্রাধান্যে আসমান ও যমিনের মধ্যে যে পার্থক্য।"

অন্তরের সংশোধন, পবিত্রতা, সকল প্রকার মহামারী থেকে মুক্ত করা এবং মর্যদা ও শ্রেষ্ঠত্বে সজ্জিত ও অলংকৃত করার প্রতি মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাগিদ করে। কারণ আল্লাহ পাক বান্দাহর অন্তরকে দেখার স্থান বানিয়েছেন।

((عن أبي هريرة ﷺ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصبعه إلى صدره)). رواه مسلم: (٢٥٦٤)

অর্থঃ"আবু হুরাইরাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে রাসূল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের বাহ্যিক আকার- আকৃতি ও ধন দৌলতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তিনি লক্ষ্য করে থাকেন তোমাদের অন্তরের দিকে এবং তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে বুকের বা অন্তরের দিকে ইশারা করলেন।" [মুসলিম, হাদীস নং-২৫৬৪]

ঈমান ও কুফরী এবং হিদায়েত ও গোমরাহী, ভ্রষ্টতা ও সততার মূল হলো যা বান্দার অন্তরে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই উম্মতের সাধারণ উলামায়ে কিরামের রায় হলো যে, কোন ব্যক্তিকে যদি কুফরী কথার প্রতি বাধ্য করা হয়, তা'হলে

তাকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে না, যদি ইসলামের প্রতি তার অন্তর প্রসারিত এবং তার অন্তর ঈমানের সাথে নিশ্চিন্ত থাকে। যেমনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٠٧) سورة النحل

অর্থঃ"কেউ ঈমান আনার পরে আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্যে আছে মহা শাস্তি; তবে তার জন্যে নয়, যাকে কুফরীর জন্যে বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু তার অন্তর ঈমানে অবিচল। এটা এজন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং এই জন্যে যে, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না।"

[সূরা নাহল ১০৬ - ১০৭ আয়াত]

এ আয়াতটি অধিকাংশ মুফাসসিরের রায় অনুযায়ী আম্মার বিন ইয়াসের [ﷺ] সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন মুশরিকরা তাকে শাস্তি দেয় এবং তার বিরাট ক্ষতি সাধন করে, কষ্টের কারণে তিনি কাফেরদেরকে আল্লাহর সাথে কুফরীর এবং নাবী [ﷺ] এর অসম্মান করার স্বীকৃতি প্রদান করেন। আম্মার [ﷺ] নাবী কারীম [ﷺ] এর

কাছে কাদতে কাদতে তার সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছিল সে অভিযোগ ব্যক্ত করেন। নাবী কারীম [ﷺ] আম্মারকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার অন্তরকে তুমি কি অবস্থায় পেয়েছিলে?" আম্মার [رضي الله عنه] উত্তরে বলেন, আমার অন্তর ঈমানের সাথে প্রশান্তচিত্ত ছিল। নাবী কারীম [ﷺ] আম্মারকে সহজভাবে সুসংবাদ জানালেন যে, তোমাকে কোন কুফরী কথায় বাধ্য করলে তোমার গোনাহ হবেনা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি প্রশংসিত ও মহান।

অন্তরের বিষয়ে অধিক মনোযোগের প্রয়োজনীয়তার তাগিদের কারণ হলো যে, মানুষের অন্তরই হলো তার দেহের বাদশাহ এবং অনুসৃত রাষ্ট্র প্রধান। কাজেই অন্তরের যথার্থতা, সুস্থতা ও সঠিকতাই হলো সব কল্যাণের মূল এবং দুনিয়া ও অখেরাতের মুক্তির মাধ্যম। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে নো'মান ইবনে বাশীর [رضي الله عنه] থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এরশাদ করেন ঃ

((ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب))رواه البخاري (٥٢) مسلم (١٥٩٩)

অর্থঃ"সাবধান! শুনে রেখো, দেহে বা শরীরে একটি মাংসখন্ড আছে, মাংস খন্ডটি যখন সুস্থ ও ভাল থাকে তখন সমস্ত দেহ ও শরীর সুস্থ ও ভাল থাকে এবং তা যখন নষ্ট ও বিকৃত হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহ ও শরীর নষ্ট হয়ে যায়। এবং জেনে

রেখো যে সেই মাংসখন্ডটি হলো ক্বালব বা অন্তর।" [বুখারী পৃঃ-৫২ মুসলিম পৃঃ- ১৫৯৯]

একথা স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, অন্তরের ইবাদতই হলো মূল, যার উপরই সমস্ত ইবাদত দাঁড়াবে। তাই শারীরিক সঠিকতা নির্ভর করবে অন্তরের সঠিকতার উপর। অন্তর যখন তাকওয়া ও ঈমানের মাধ্যমে যথাযথ ও সঠিক হবে সমস্ত শরীরও আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তী থাকবে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, আনাস [ﷺ] থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন ঃ

((لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه)) المسند (١٣٠٧٩)

অর্থঃ"বান্দাহ্র অন্তর সঠিক ও সোজা না হওয়া পর্যন্ত তার ঈমান খাঁটি হবে না।" [আল মুসনাদ হাদীস নং ১৩০৭৯]

তাই বান্দাহর ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক এবং মুক্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর সোজা ও সঠিক না হবে। এ কারণেই মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিনের নাজাতকে অন্তরের সঠিকতা, সততা এবং পরিচ্ছন্নতার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩)﴾ سورة الشعراء

অর্থঃ"যে দিন ধন- সম্পদ ও সন্তান -সন্ততি কোন কাজে আসবে না। সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট

আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।" [সূরা শুআ'রা৮৮-৮৯ আয়াত]

অন্তরের বিষয়ে মনোযোগের প্রয়োজনীয়তার তাগিদের কারণ হলো যে, তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ হলো যে, সে পরিবর্তনশীল কবি বলেন ঃ

অর্থঃ" মানুষকে ইনসান এ জন্যে নামকরণ করা হয়েছে তার বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতার জন্য আর অন্তরকে কলব এ জন্যে বলা হয় যে তা পরিবর্তনশীল।"

তাই অন্তর হলো দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং অত্যন্ত স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ [ﷺ] থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন,

(لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا) المسند (٢٤٣١٧)

অর্থঃ"আদম সন্তানের অন্তর হাড়ির উথলানো বা টগবগ করে ফোটা পানি থেকেও অধিক দ্রুত পরিবর্তনশীল।" [আল মুসনাদ পৃষ্ঠা- ২৪৩১৭]

অতঃপর মিকদাদ [ﷺ] বলেনঃ সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান যার থেকে ফেতনা দূরে সরিয়ে রাখা হলো। তিনি উক্ত বাক্যটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন এবং এর দ্বারা তিনি অন্তরের এই ফেতনা বা পরীক্ষা ও পরিবর্তনের কারণের দিকে ইঙ্গিত করেন। এ কারণেই নাবী কারীম [ﷺ] অধিকাংশ সময় দু'আ করতেনঃ

(اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)

অর্থঃ"হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের প্রতি স্থির রাখ।"

মুসনাদ ইমাম আহমাদের মধ্যে উম্মে সালামাহ [রযিআল্লাহু আনহা] থেকে হাদীস বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর দু'আয় পাঠ করতেনঃ

((اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)) المسند (٢٧٠٥٤)

অর্থঃ"হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের প্রতি স্থির রাখ।"

এবং তাঁর দুআর তালিকায় নিম্নের দু'আটিও থাকতো ঃ

((وأسألك قلبا سليما)) أخرجه أحمد٤/(١٢٥،١٢٣) والترمذي (٣٤٠٧) والنسائي (١٣٠٥)

অর্থঃ "হে আল্লাহ! তোমার কাছে নিরাপদ অন্তর কামনা করছি।"

[হাদীসটি ইমাম আহমাদ ৪র্থ খন্ডের ১২৩, ১২৫ এবং ইমাম তিরমিযী ৩৪০৭ পৃষ্ঠায় এবং নাসায়ী ১৩০৫ বর্ণনা করেছেন।]

এর কারণ হলো যে অন্তরের পদস্খলন খুবই মারাত্তক এবং তার ভ্রষ্টতা ও বক্রতা ভয়াবহ ও গুরুতর। আর তার সবচেয়ে নিকৃষ্টতর হলো আল্লাহ থেকে বিমুখ হওয়া এবং তার সমাপ্তি হলো অন্তরে সীলমোহর ও ছাপ এবং পরিশেষে মৃত্যু।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٥٩) سورة الروم

অর্থঃ"যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ্ তাদের অন্তর এভাবে মোহর করে দেন।" [সূরা রূম ৫৯ আয়াত]

আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন ঃ

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٢٣) سورة الجاثية

অর্থঃ[হে রাসূল!] "তুমি কি লক্ষ্য করেছো তাকে, যে তার খেয়াল খুশিকে নিজের মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে ? আল্লাহ্ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ নির্দেশ করবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" [সূরা জাসিয়াহ-২৩ আয়াত]

এ সবই অন্তরের মর্যাদা এবং অন্তরের বিপদ ও ভয়াবহতা, দুনিয়া ও আখেরাতের উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রভাবের ও বর্ণনা করে।

*** কাজেই এই মাংসখণ্ডটি সম্পর্কে কি মনোযোগ ও চিন্তা ভাবনার দাবি রাখে না ?!**

*** এই অন্তরটি সম্পর্কে কি পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই?!**

*** এই অন্তরটি কি পরিষ্কার,পরিশোধন এবং পরীক্ষার উপযুক্ত নয় ?!**

[প্রিয় পাঠক !]

তোমার অন্তরে জমাকৃত সবই যে দিন জানিয়ে দিবে সেদিন আসার পূর্বে, যে দিন গোপনীয়তা প্রকাশ পাবে সে দিন আসার পূর্বে বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং যে দিন হৃদয়ের লুকায়িত ও আচ্ছাদিত বিষয় প্রকাশিত হবে সে দিন আসার পূর্বে ।[অর্থাৎ কিয়ামতের দিন]

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (١٠) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ (١١) سورة العاديات

অর্থঃ "তবে কি সে ঐ সম্পর্কে অবহিত নয় যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত করা হবে। এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে ? সেদিন তাদের কি ঘটবে, তাদের প্রতিপালক অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত।"

[সূরা আদিয়াত ৯ - ১১ আয়াত].

প্রিয় পাঠক ! তোমার অন্তরের হেফাজত করার চেষ্টা করো এবং কোন প্রকার ক্লান্তি ও বিরক্তি ছাড়া তার সংশোধন ও তাতে উৎকর্ষতার জন্য যত্নবান হও। কারণ তোমার অন্তর হলো তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ একটি অংশ। অন্তর হলো শরীরের সবচেয়ে প্রভাবিত অংশ যা

তার সবচেয়ে সূক্ষ্ম স্থান এবং সংশোধনের দিক থেকে সবচেয়ে কঠিন।

[প্রিয় পাঠক!] তুমি জেনে রাখো যে, অন্তরের সততা, যথার্থতা এবং সঠিকতা অন্তর থেকে সমস্ত রোগ খালি বা মুক্ত না করে এবং অন্তরকে সমস্ত আপদ বা মহামারী থেকে রক্ষা করা ছাড়া তা অর্জন সম্ভব নয়। এ সমস্ত রোগ আর সেই সমস্ত আপদ বা দূর্যোগগুলি মোট পাঁচটি মহামারীর আকার ধারণ করেছে, আর এগুলিই হলো রোগের মূল এবং প্রত্যেক বিপদ ও বালাই এর উৎস। যে ব্যক্তি তা থেকে রক্ষা পেল সে নিরাপদ থাকলো।

কবি বলেন ঃ

অর্থঃ"তুমি যদি সেই সমস্ত আপদ বা মহামারী থেকে নাজাত বা রক্ষা পাও তা'হলে তুমি বিরাট সফলতা অর্জন করলে। কিন্তু তুমি যদি তা অর্জনে ব্যর্থ হও তা'হলে আমি তোমাকে নাজাতপ্রাপ্ত বলে মনে করবো না।"

***প্রথম আপদ বা মহামারী ঃ**

আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, তা সূক্ষ্ম হউক বা বৃহৎ হউক এবং তা ছোট হউক বা বড় হউক। কারণ শিরক হলো বড় যুলুম এবং তা হলো সব ফাসাদ ও অন্যায়ের মূল যার দ্বারা অন্তরের উপর যুলুম করা হয়ে থাকে এবং মৃত্যু ও ধ্বংস অনিবার্য করে দেয়।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ (١٢٥) سورة الأنعام

অর্থঃ"এতএব আল্লাহ যাকে হিদায়েত করতে চান, ইসলামের জন্যে তার অন্তঃকরণ খুলে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তঃকরণ খুব সংকুচিত করে দেন, এমন ভাবে সংকুচিত করেন যে, মনে হয় যেন সে আকাশে আরোহণ করছে, এমনিভাবেই যারা ঈমান আনে না তাদেরকে আল্লাহ্ কলুষযুক্ত করে থাকেন।" [সূরা আন' আম -১২৫ আয়াত]

আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন ঃ

﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾ (٨٢) سورة الأنعام

অর্থঃ"প্রকৃতপক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে যুলুমের সাথে [শিরকের সাথে] সংমিশ্রিত করেনি।" [সূরা আন'আম ৮২ আয়াত]

যে সমস্ত ঈমানদার তাদের ঈমানের সাথে সত্যবাদি এবং ঈমানের সাথে তারা শিরককে মিশ্রিত করেনি ঐ সমস্ত লোকদের জন্যই রয়েছে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও হিদায়েত। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ﴾ (١٥١) آل عمران

অর্থ" যারা অবিশ্বাস করেছে, আমি সত্বর তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে সে বিষয়ে অংশী স্থাপন করেছে যে বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি ।" [সুরা আল ইমরান ১৫১ আয়াত]

তাই অন্তরের নিরাপত্তা ও যথার্থতা একমাত্র আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদ ছাড়া সম্ভব নয় যার কোন শরীক নেই । মানুষের মধ্যে যে পরিমাণ তাওহীদের সত্যতা এবং বিশ্বাসের যথার্থতা থাকবে সে পরিমাণ তার জন্য অন্তরের নিরাপত্তা ও সততা হাসিল সম্ভব হবে। অন্তর সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো যে, সে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং তাঁকে ভালবাসবে এবং তাঁর তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং আল্লাহই তার কাছে একমাত্র প্রিয় হবে এবং অন্য সবকিছু থেকে অধিক সম্মানের ও মর্যাদাবানহবে। অতএব অন্তরের পরিশুদ্ধতার মাধ্যমেই আল্লাহর পরিচয়, তাঁর ভালবাসা ও মর্যাদা অর্জিত হবে, যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর অন্তর নষ্ট হবে এর বিপরীত কর্ম দ্বারা। তাই ঐ সমস্ত গুণাগুণ ছাড়া আদৌ অন্তরের সততা ও পরিশুদ্ধতা অর্জন হবে না।

দ্বিতীয় আপদ বা মহামারী ঃ

বিদআত এবং রাসূলের সুন্নাতের বিরোধিতা। কারণ বিদআত বিদ্‌আতীকে আল্লাহ থেকে দূরত্বই সৃষ্টি করে দেয়।

বিদআত অন্তরকে নষ্ট করে দেয় এবং অন্তর যা থেকে উপকৃত ও পবিত্র হবে তা হতেও কর্মহীন করে দেয়। অতএব মুহাম্মদ [ﷺ] এর হেদায়েত বা পথই উত্তম পথ এবং নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে ইসলামে নব প্রবর্তন এবং প্রত্যেক নব প্রবর্তনই হচ্ছে বিদ্আত আর প্রত্যেক বিদআতই হলো ভ্রষ্টতা। তাই অন্তর যখন বিদআতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন তা অন্ধকারে পরিণত হয় এবং তার চিন্তা ও কল্পনা নষ্ট হয়ে যায়। তাই কিভাবে তার জন্য নিরপত্তা হাসিল হওয়া সম্ভব ? এ কারণেই সালাফ থেকে বিদআতের অনুসারীদের সাহচার্য বা সঙ্গ গ্রহণ করা থেকে কঠোর ভাষায় সাবধান করা হয়েছে। কারণ তাদের সাহচার্যতা অন্তর নষ্টের কারণ হতে পারে। আল ফোজাইল বিন আইয়াজ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ"যে ব্যক্তি বিদ্আতীর সাথে বসবে আল্লাহ পাক তাকে অন্ধত্বের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন। অর্থাৎ তার অন্তর [সত্য গ্রহণ করা থেকে] দৃষ্টিহীন হয়ে যাবে। আমরা আল্লাহ্ পাকের কাছে এ থেকে রক্ষা চাই।

কবি বলেন ঃ

অর্থঃ"যদি তুমি সঠিক ও সোজা পথে না চলো এবং পীড়িত ও রোগীর সঙ্গীসাথী হয়ে থাকো এবং তার [বিদআতীর] সহচর হও তা হলে তুমিও পীড়িত ও অসুস্থ হয়ে পড়বে।"

এ কারণেই নাবী কারীম [ﷺ] অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ যেমন:বিদ্বেষ ও প্রবৃত্তির কামনা ও বাসনা থেকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছেন মুসলমানদের জামাআতের সাথে

মিলে মিশে থাকা আর তা হলো বিদআত এবং কোন দ্বারা কারণে তাদের থেকে বের না হওয়া।

তৃতীয় ঃ আপদ বা মহামারী ঃ

প্রবৃত্তি অনুসরণ ও গুনাহের কাজে পতিত হওয়া। প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং গুনাহের কাজ অন্তর নষ্ট এবং তা ধ্বংস ও সর্বনাশের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আল্লাহ পাক প্রবৃত্তির কামনা -বাসনার প্রভাব এবং তার অনুসরণ করা সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٢٣) سورة الجاثية

অর্থঃ(হে রাসূল!) "তুমি কি লক্ষ্য করেছো তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে নিজের মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে ? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদ য় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ নির্দেশ করবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?" [সূরা জাসিয়াহ ২৩ আয়াত]

অতএব লক্ষ্য কর কি ভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ অন্তরের উপর সীলমোহরের কারণ হয়ে থাকে। অতঃপর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য কর, চিন্তা ও গবেষণা কর এবং [আরও] গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ যে, কি ভাবে এই সীলমোহরের প্রভাব ও ছাপ এবং অন্তরের প্রতি যে পর্দা ও আবরণ তা

শরীরের সমস্ত অংশে সংক্রামিত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٢٣) سورة الجاثية

অর্থঃ[আল্লাহ]" তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ নির্দেশ করবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?" [সূরা জাসিয়াহ ২৩ আয়াত]

যে ব্যক্তি অন্তরের সঠিকতা কামনা করে, সে যেনসাবধান হয় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমে অন্তরের রোগাক্রান্ত হওয়া থেকে সাবধান হয় । কারণ তা ধ্বংসের কাছে পৌছে দিবে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٤) سورة المطففين

অর্থ:" না এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচারূপে জমে গেছে।" [সূরা মুতাফ্ফিফীন ১৪ আয়াত]

গুনাহ অন্তরকে অন্ধ করে দেয়। তাই গুনাহ থেকে সাবধান এবং সাবধান। কারণ এর পরিণতি খুবই মারাত্মক ও ভয়াবহ।

কবি বলেন ঃ

অর্থঃ"গুনাহ বা পাপ অন্তরগুলিকে মৃত্যুতে পরিণত করতে দেখেছি। এবং অন্তরগুলিকে লাঞ্ছনার আশঙ্কে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয় এবং গুনাহ পরিত্যাগ করা হলো অন্তরের প্রাণ তাই তুমি তোমার নিজের জন্য গুনাহের বিরোধিতাকে বেছে নেওয়া উত্তম।"

ইমাম মুসলিম হুযাইফা বিন আল ইয়ামান [ﷺ] থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

((تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودًا، فأي قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء،وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين،على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفا ولا منكرا إلا ما أشرب من هواه)) صحيح مسلم (١٤٤)

অর্থঃ "ফিতনা সমূহ [মানুষের] অন্তর সমূহে এমন ভাবে আসতে থাকবে যেভাবে মাদুর বা চাটাই বুনার খেজুর পাতগুলি একটির পর একটি [সংলগ্ন] হয়ে থাকে। সুতরাং যে অন্তর উক্ত ফিতনার মধ্যে জড়িত হবে সে ফিতনা তার অন্তরের মধ্যে একটি কালো নকসা সৃষ্টি করে দিবে। আর যে অন্তর উক্ত ফিতনাকে প্রত্যাখ্যান করবে [এবং গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে] তবে তার অন্তরের মধ্যে একটি একটি সাদা [নূরানী] নুকতা লেগে যাবে। এমনি ভাবে [কালো ও সাদা

নূকতা পড়ে অন্তরের বিশ্বাসের অবস্থার গুণগ্রাহীতায় মানুষ] দুই অন্তরের [মধ্যে বিভক্ত] হয়ে যাবে। একটি শ্বেত পাথরের ন্যায় [ধবধবে] সাদা। যতদিন আকাশ ও ভূ -মন্ডল প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন [অর্থাৎ আজীবন] কোন ফিতনা তাকে ক্ষতি করতে পারবে না। আর অপরটি শুভ্রতা মিশ্রিত অত্যন্ত কালো উল্টানো কলসীর ন্যায় যে [জ্ঞান বিবেক হতে খালি হবে] সে কোন ভাল কথাকে বুঝবে না, আর না কোন মন্দ কথাকে মন্দ বুঝবে। কিন্তু উহাই বুঝবে যা তার অন্তরে দৃঢ় হয়ে গিয়েছে [অর্থাৎ সে ভাল ও মন্দের পার্থক্য করণ ছাড়া এবং বিনা চিন্তা ভাবনা ছাড়া নিজ প্রবৃত্তির আনুগত্য করবে]

তাই গুনাহ্ অন্তরকে সব দিক থেকে বেষ্টন করে নেয়। কোন ব্যক্তি যখন তার প্রবৃত্তি ও কামনার অনুসরণ করে এবং গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় তার অন্তরে প্রতিটি গুনাহের পরিবর্তে অন্ধকার প্রবেশ করে তা অন্ধকার করে তুলে এবং যখন সে গুনাহের কাজে ধারাবাহিক ভাবে লেগে থাকে এবং তাওবাহ্ করে না তার প্রতি ক্রমাগতভাবে অন্ধকারের সৃষ্টি হতে থাকে এবং তা বৃদ্ধি হতে থাকে এবং বৃদ্ধি হয়ে এক পর্যায় তাকে হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলে। এবং তার দুর্ভাগ্য আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে ও সে এমন ভাবে ধ্বংসে পতিত হয় যে সে তা বুঝতেও পারে না এবং অন্তরের অন্ধকারকে আরও শক্তিশালী করে তুলে। এক পর্যায় গুনাহ্কারীর মুখ পরিচিত হয়ে উঠে এবং তা কালো হয়ে যায় এবং প্রত্যেকেই তা দেখতে পায়।"

ইবনে আব্বাস [رضي الله عنه] বলেন ঃ

((إن الحسنة لنورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البـــدن، وســـعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، ووهنا في البدن، وبغضا في قلوب الخلق.))

অর্থঃ" নিশ্চয়ই নেকী অন্তরের জ্যোতি, চেহারার আলো এবং দেহ বা শরীরের শক্তি, রিযিক বা জীবিকার প্রশস্ততা বা প্রাচুর্য এবং সৃষ্টজীবের অন্তরের ভালবাসা। আর গুনাহ অন্তর ও চেহারার অন্ধকার, দেহ বা শরীরের দুর্বলতা এবং সৃষ্টজীবের অন্তরের ঘৃণা বা শত্রুতা।

এই সমস্ত কর্ম এবং এই উজ্জ্বলতা ও সেই কালদাগ যে দুটি সম্পর্কে নাবী কারীম [ﷺ] হাদীসে উল্লেখ করেছেন। এ সমস্ত আলামত বা চিহ্ন কখনও কোন কোন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি এই দুনিয়াই তা লাভ করে থাকে, তবে তা তার অধিকারীদের মুখে স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে কিয়ামতের দিন প্রকাশিত হবে এবং কোন প্রকার অন্ধকার থাকবে না, যে দিন সমস্ত গোপনীয়তা ও রহস্য শেষ হয়ে যাবে এবং সুরক্ষিত হৃদয়ের ভেদ প্রকাশিত হবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَـيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (٦٠) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦١) سورة الزمر

অর্থঃ"যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয় ? এবং আল্লাহ্ মুত্তাকিদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ; তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখও পাবে না।" [সূরা যুমার ৬০-৬১ আয়াত]

আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন ঃ

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْـوَدَّتْ وُجُـوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١٠٧)

অর্থ:"সেদিন কতকগুলো মুখমন্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতকগুলো মুখমন্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ; অতঃপর যাদের মুখমন্ডল কৃষ্ণবর্ণ হবে [তাদেরকে বলা হবে] তবে কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছো ? অতএব তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে। আর যাদের মুখমন্ডল শুভ্র [সাদা] হবে তারা আল্লাহ্‌র করুণার অন্তর্ভুক্ত ; তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে।" [সূরা আল ইমরান ১০৬-১০৭ আয়াত]

গুনাহ ছোট হোক বা বড় হোক তা অন্তরকে নষ্ট করে দেয় এবং অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতাকে কর্দমক্ত ও পঙ্কিলতায় পরিণত ক রে তুলে। এই কারণেই আল্লাহ্ পাক গুনাহ ত্যাগ

করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন: আল্লাহ্ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ (١٢٠) سورة الأنعام

অর্থঃ"তোমরা প্রকাশ্য পাপকার্য পরিত্যাগ কর এবং পরিত্যাগ কর গোপনীয় পাপকার্যও।" [সূরা আন'আম ১২০আয়াত]

তাই প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সমস্ত প্রকার গুনাহ ত্যাগ করা অপরিহার্য। বিশেষ করে অন্ত রের গুনাহ ও ভুল-ত্রুটি, কারণ তা খুবই আকস্মিক এবং বড়ই প্রভাব বিস্তারকারী। এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা যা সমস্ত আমল নষ্ট করে দেয়। অহমিকা ও বড়াই করেকোন কাজ করলে তা আমলকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকনায় পরিণত করে। আত্মসাৎ, হিংসা ও বিদ্বেষ এবং পরশ্রীকাতরতা সওয়াবকে কমিয়ে দেয় এবং গুনাহ বৃদ্ধি করে।

নিশ্চয়ই যে সমস্ত গুনাহ্ অন্তরকে নষ্ট করে দেয় এবং অন্ত রের আলো নিভে দেয় তা হলো হারামকৃত জিনিসে বা নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে তাদের দৃষ্টিকে সংযত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٣٠) سورة النور

অর্থ:"[হে রাসূল!] মুমিনদেরকে বলোঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটাই তাদের জন্যে উত্তম; তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।" [সূরা নূর- ৩০ আয়াত]

আল্লাহ পাক তিনি নাবী কারীম [ﷺ] এর সাহাবীগণকে তারা কি ভাবে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর স্ত্রীদের সাথে সম্বোধন করে কথা বলবেন তার প্রতি উপদেশ প্রদান করে বলেন ঃ

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (٥٣) سورة الأحزاب

অর্থঃ "তোমরা তাঁর [রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর] পত্নীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্যে অধিক পবিত্র।" [সূরা আহযাব - ৫৩ আয়াত]

যে ব্যক্তি তার নজর বা দৃষ্টিকে হারামে পতিত হওয়া থেকে সংরক্ষণ করলো, আল্লাহ পাক তার দৃষ্টিকে কার্যকর এবং অন্তরকে নির্মল, সুস্থ্য ও শুদ্ধতা এবং শক্তিশালীতে বদলিয়ে দিবেন। তাই তোমার নজরকে হারাম থেকে হেফাযত রাখো, কারণ কোন কোন দৃষ্টি, দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর অন্তরকে বুলবুলের ন্যায় পাগলে পরিণত করে দেয়।

যে সমস্ত গুনাহর কাজ অন্তর নষ্ট করে দেয় এবং অন্তরের নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতা কর্দমাক্ত করে তুলে তা হলো যেমনঃ

বাদ্যযন্ত্র এবং সূর শ্রবণ করা। গান, সূর এবং সঙ্গীত অন্ত রকে নষ্ট করে দেয়। সাহাবী ইবনে আব্বাস [ﷺ] বলেন ঃ

((إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل))

অর্থঃ"গান, সূর ও সঙ্গীত অন্তরে মোনাফেকীর চারা অংকুরিত করে যেমনঃ পানি তৃণ ও উদ্ভিদ অংকুরিত করে।"

তাই বাদ্যযন্ত্র, গান, সূর ও সঙ্গীত তোমার অন্তরে আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে বাধার সৃষ্টি করে থাকে। তোমার অন্তরে কুরআন শুনাকে ও অর্থ জানা ভার করে তোলে। এবং তোমার শরীরে আনুগত্য, অনুগ্রহ ও পরোপকার করাকে বোঝা করে তোলে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (٦) سورة لقمان

অর্থ:"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ [মানুষকে] আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবার জন্যে অসার বাক্য ক্রয় করে নেয় এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে ; তাদেরই জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" [সূরা লোকমান ৬ আয়াত]

সালাফদের অনেকেই এই আয়াতে "لَهْوَ الْحَدِيثِ" এর ব্যাখ্যা গান, সূর ও সঙ্গীত বলে উল্লেখ করেছেন। তাই বাদ্যযন্ত্র ও গানবাজনা শুনা থেকে বারবার সাবধান করছি।

এবং তোমাকে আবারও সাবধান করছি তুমি যেন অধিকাংশ মানুষের অবস্থা দেখে ধোকা ও প্রতারিত না হও। কারণ তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের এই কথা সত্যে পরিণত হবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّـهِ﴾ (١١٦) سورة الأنعام

অর্থঃ(হে রাসূল) "তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চলো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে ফেলবে।" [সূরা আন'আম - ১১৬ আয়াত]

নিম্নের দু'আগুলি বেশি বেশি পাঠ করবে ঃ

(اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ) فـإن الخطايـا صغيرها وكبيرها توجب للقلب كدرا و قذرا يحتاج معها إلى تطهير.

অর্থ:"হে আল্লাহ ! আমার গুনাহকে পানি ও বরফ দ্বারা ধুয়ে পবিত্র কর।" কারণ গুনাহ ছোট হোক বা বড় হোক তা অন্তরকে নোংরা এবং অবর্জনাযুক্ত করে তুলে। তাই অন্তরকে পবিত্র করা প্রয়োজন ।

চতুর্থ আপদ বা মহামারী ঃ

সন্দেহ ও সংশয় যা অন্তরকে হক্ক বা সত্য [গ্রহণ করা] থেকে অন্ধ করে দেয় এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। তাই সন্দেহ মারাত্তক এবং ধ্বংসাত্মক এক রোগ, যা ঈমানের স্বাদ নিয়ে যায় এবং শয়তানের কুমন্ত্রনা বৃদ্ধি করে দেয় এবং তার

অনুসারীকে কুরআন ও হাদীস থেকে উপকৃত হতে বাধার সৃষ্টি করে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ﴾ (٧) سورة آل عمران

অর্থঃ "অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে ফলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে অস্পষ্টের [অস্পষ্ট আয়াতের] অনুসরণ করে।" [সূরা আল ইমরান-৭ আয়াত]

এই শ্রেণীর মানুষ তারা আল্লাহ্ তা'য়ালার কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সুন্নাত বা হাদীস থেকে উপকৃত হতে পারে না। কারণ তাদের দৃষ্টি কুরআন এবং হাদীসের দিকে হিদায়েত এর জন্য থাকে না বরং সন্দেহ ও অন্যকে বিভ্রান্ত করা এবং উপমা দেয়া ছাড়া আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। এই অবস্থায় তোমাকে সন্দেহ এবং তাদের অনুসারীদের থেকে সাবধান থাকা অপরিহার্য। কারণ তা অন্তরকে ধ্বংসের কাছা কাছি পৌঁছে দেয়। তাই অন্তরকে হয়তো বা কুফরীর দিকে কিংবা নিফাকের দিকে আকৃষ্ট ও আগ্রহী করে তুলে।

কবি বলেনঃ

"এভাবেই সন্দেহ তার অন্তরকে আক্রমণ করতে থাকে এবং পরিশেষে তা সন্দেহের মাঝে রক্তাত্ব লাশে পরিণত হয় ।"

[প্রিয় পাঠক!] সন্দেহ এবং তার অনুসারীদের থেকে তুমি সাবধান থাকবে এবং তুমি সন্দেহের কথা শুনবে না, তার অনুসারীদের কথাও শুনবে না এবং তাদের পুস্তিকাদিও পাঠ

করবে না এবং তাদের কাছে বসবেও না । বরং তাদের সাথে সে ভাবে আচরণ করবে, যেভাবে আল্লাহ পাক কুরআনে তোমাকে আচরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾

(١٤٠) سورة النساء

অর্থ:" নিশ্চয়ই তিনি [আল্লাহ] তোমাদের গ্রন্থের মধ্যে নির্দেশ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করতে এবং তার প্রতি উপহাস করতে শ্রবণ কর, তখন তাদের সাথে উপবেশন করো না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে, অন্যথা তোমরাও তাদের সাদৃশ হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" [সূরা আন নিসা ১৪০ আয়াত]

যারা সন্দেহের অনুসারী, তারা বাতিল ভাবে আল্লাহর আয়াত নিয়ে সবচেয়ে বেশি নিরর্থক কথা বলে থাকে। ফোজায়েল ইবনে আইয়াজ রাহেমাহুল্লাহ বলেন ঃ

(إياك أن تجلس مع من يفسد قلبك، ولا تجلس مع صاحب هوى فإني أخاف عليك مقت الله)

অর্থ:"তোমাকে সাবধান করছি তাদের সাথে বসতে যারা তোমার অন্তরকে নষ্ট করবে এবং যারা প্রবৃত্তির অনুসারী তাদের সাথেও বসবে না, কারণ আমি তোমার প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় করছি।"

এ বিষয়ে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, সন্দেহের অনুসারীরা ঈমানদারদের দ্বীনে এবং আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে যে সংবাদ জানিয়েছেন তাতে সন্দেহের সৃষ্টি করে দেয়। এবং তারা তাদের বাতিল বা ভ্রান্ত মতামত এবং দূর্বল সন্দেহ ও মিথ্যা ধারণা দ্বারা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল [ﷺ] এর সুন্নাতের বিরোধিতার সজ্জিতকরণের জন্য সংগ্রাম করে থাকে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ (٢١) سورة محمد

অর্থঃ" যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করতো তবে তাদের জন্যে এটা মঙ্গলজনক হতো।" [সূরা মুহাম্মদ ২১ আয়াত]

আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেন ঃ

﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾ (٨٢) سورة النساء

অর্থ:"তারা কেন কুরআনের প্রতি মনঃসংযোগ করে না ? আর যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হতো তবে ওতে বহু মতানৈক্য প্রাপ্ত হতো।" [সূরা আন নিসা ৮২ আয়াত]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (٤٢) سورة فصلت

অর্থ:"এটা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না-অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।"

[সূরা হা-মীম আসসাজদাহ ৪১-৪২ আয়াত]

পঞ্চম

আপদ বা মহামারী ঃ

গাফলতি বা অবহেলা করা এবং তা এমন এক ভুল বা অন্যমনস্কতা যা তার জন্য উপকারী তা গ্রহণ করতে এবং যা ক্ষতিকারক তা বর্জন করতে অন্তরকে অন্ধত্বের মাধ্যমে শুন্য করে দেয়। গাফলতি বা অন্যমনস্কতা অধিকাংশ অন্যায়ের মূল কারণ এবং এর পরেও তা মানুষের মাঝে এই বৈশিষ্টটি অধিক প্রসার ও বিস্তার লাভ করেছে। আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ (٩٢) سورة يونس

অর্থ:"আর প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে।" [সূরা ইউনুস-৯২ আয়াত]

আল্লাহর শপথ, গাফলতি এমন মারাত্মক ও ভয়াবহ এক রোগ যা থেকে আল্লাহ পাক সাবধান করেছেন এবং এর অনুসারীদের সুহবত বা সান্নিধ্যতা গ্রহণ করা থেকে হুশিয়ার করেছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾(٢٠٥) سورة الأعراف

অর্থ:" [হে নাবী] তুমি এই ব্যাপারে গাফিল ও উদাসীন হবে না।" [সূরা আ'রাফ ২০৫ আয়াত]

এবং আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেন ঃ

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (٢٨) سورة الكهف

অর্থ:" যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার অনুসরণ করো না।" [সূরা কাহ্ফ ২৮ আয়াত]

অতএব গাফলতি বা অবহেলা অন্তরকে পরিষ্কার ও পবিত্র করা থেকে এবং যা তার উপকার, বিকাশ, উন্নয়ন, তাকে সুন্দর ও সংশোধন এবং পবিত্র করবে তা থেকে অমনোযোগী ও ভুলে রাখে।

প্রিয় পাঠক!

এই হলো পূর্বে উল্লেখিত তোমার সামনে মৌলিক আপদ ও রোগ যা [আজ সমাজে] বিস্তার লাভ করেছে এবং তোমার দৃষ্টির দরজায় যা কড়া নেড়েছে। হে আল্লাহ! তা থেকে রক্ষার

জন্য দৃঢ় ইচ্ছা এবং তা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকল মাধ্যম ও উপকরণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ অন্তরের সততা ও মুক্ততার জন্য এমন উপকরণ ও উপায় গ্রহণ করা অবশ্যই দরকার যা ছাড়া অর্জন সম্ভব নয়। এবং এমন দরজায় কড়া নাড়া প্রয়াজন যা না করলেই ও প্রবেশ না করলেই নয় তা অবশ্যই করা দরকার। কারণ ফলাফল নির্ভর করবে তার সম্মুখভাগে। তাই যে ব্যক্তি এই সমস্ত মহা আপদ থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং সেই সমস্ত রাস্তার অনুসরণ করল কারণ নৌকা কখনও শুকনায় চলে না। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন,

﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (٤) سورة الطلاق

অর্থ:"আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ্ তার সমস্যা সমাধান সহজ করে দিবেন।" [সূরা তালাক ৪ আয়াত]

আল্লাহকে স্মরণ রাখিও, আল্লাহ তোমার রক্ষক হবেন, আল্লাহর দ্বীনের হিফাযত কর, তাহলে আল্লাহকে বা আল্লাহর রহমত তোমার সম্মুখে দেখতে পাবে।"

ইমাম বুখারী স্বীয় বুখারীতে আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন, আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

(إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعاً، وإذا تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولةً.)

অর্থ:" বান্দাহ আমার দিকে যখন এক বিঘত [অল্প পরিমাণ] অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই এবং বান্দাহ যখন আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার

দিকে এক গজ অগ্রসর হই এবং বান্দ যখন আমার কাছে হেঁটে আসে আমি তার কাছে দ্রুত চলি।" [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪০৫]

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (٦٩)

অর্থ:"যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো।" [সূরা আনকাবূত ৬৯ আয়াত]

[প্রিয় পাঠক!] তোমাকে অবশ্যই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং অবশ্যই এই সমস্ত রোগ ও আপদ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সজাগ ও তাড়াহুড়া করতে হবে। যিনি সত্যবাদী এবং যাঁর কথা সত্য বলে সত্যায়িত করা হয়েছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন, যা ইমাম বুখারী আবূ হুরাইরাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

((ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء)) صحيح البخاري (٥٦٧٨)

অর্থ:"আল্লাহ্ পাক এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নেই যে, যার আরোগ্যের জন্য ঔষধ অবতীর্ণ করেননি।" [বুখারী হাদীস নং ৫৬৭৮]

আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, যে ব্যক্তির কাছে তার দ্বীনের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং যে গাফলতির নিদ্রা থেকে সাবধান থাকতে চায় এবং আশা করে যে কিয়ামতের দিন কৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে সে যেন তার অন্তর রক্ষার মাধ্যম বা উপায় জানার জন্য চূড়ান্ত সাবধান ও সতর্ক থাকে। এবং

অন্তর নষ্টের সকল মাধ্যম নষ্ট ও ধ্বংস হওযার পর তার চিকিৎসার জন্য অসংখ্য পথ জানার চেষ্টা করে। [প্রিয় পাঠক!] তোমাকে কিছু কিছু ঔষধ বলে দিচ্ছি যা তোমাকে এই সমস্ত বড় রোগ ও আপদ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে।

প্রথম ঔষধ ঃ

মহান ও বিজ্ঞানময় কুরআন :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ঈমানদারদের অন্তরের সুস্থতার জন্য চিকিৎসা, হিদায়েত এবং রহমত হিসেবে কুরআন মজিদ নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা এর দ্বারা সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে ডাক দিয়েছেন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٥٨)

অর্থ:"[হে মানব জাতি!] তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে এমন এক বস্তু সমাগত হয়েছে যা নসীহত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী, আর মুমিনদের জন্যে ওটা পথ প্রদর্শক ও রহমত। [হে রাসূল!] তুমি বলে দাওঃ আল্লাহর এই দান ও রহমতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত, তা এটা (পার্থিব সম্পদ) হতে বহুগুণ উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে।" [সূরা ই নুস-৫৮]

আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেন ঃ

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا﴾ (٨٢) سورة الإسراء

অর্থ:"এবং আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা ঈমানদারদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" [সূরা বানী ইসরাইল ৮২ আয়াত]

তাই কুরআন হলো পূর্ণাঙ্গতর তার জন্য যার কাছে অন্তঃকরণ রয়েছে অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে। আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, এই কুরআন হলো অন্তর ও হৃদয়ের আপদ এবং রোগের সবচেয়ে উপকারি ঔষধ এবং এই কুরআনে প্রবৃত্তির রোগেরও চিকিৎসা রয়েছে এবং এতে সন্দেহ রোগেরও আরোগ্যের ব্যবস্থাপত্র রয়েছে। যাদের অন্তরকে গাফিল এই কুরআন তাদের অন্তর জাগ্রত করে তুলে।

*** ইবনুল কাইয়েম** [রাহেমাহুল্লাহ] **বলেন ঃ**

অন্তরের রোগের মূল কারণ হলো সন্দেহ ও প্রবৃত্তির রোগ। কুরআন তার দু'প্রকার রোগেরই ঔষধ। তাতে দলীল, প্রমাণ এবং সুস্পষ্ট যুক্তি রয়েছে যা সত্যকে মিথ্যা থেকে স্পষ্ট বর্ণনা করে দেয় এবং এর মাধ্যমে সন্দেহের রোগ দূর হয়ে যায়। তবে প্রবৃত্তির রোগের ঔষধ হলো যে, কুরআনে যে হিকমত বা বিজ্ঞান ও উত্তম উপদেশ। দুনিয়া ত্যাগ করা এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করাই হলো এর সুস্থ্যতার ঔষধ। অবশ্যই প্রত্যেক অন্তরের সততার আকাংক্ষীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন দ্বারা আরোগ্য বা চিকিৎসা শুধু

তেলাওয়াতের মাধ্যমেই অর্জন হবে না, বরং কুরআন নিয়ে অবশ্যই গভীর চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং কুরআনে যে তথ্য ও খবর আছে তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা জরূরী আর তাতে যা হুকুম-আহকাম রয়েছে তার প্রতি আত্মসমর্পণ করতে হবে।

((اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا))

অর্থ:"হে আল্লাহ! [তোমার নিকট এই কাতর প্রার্থনা জানাই যে] তুমি পবিত্র কুরআন মজিদকে আমার অন্তরের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী বানিয়ে দাও।"

দ্বিতীয় ঔষধঃ

বান্দাহর আল্লাহর প্রতি গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করা ঃ

কারণ মহব্বত বা ভালবাসা হলো অন্তরের চিকিৎসার সবচেয়ে উপকারী ঔষধ কারণ মহব্বত হলো ইবাদত বা দাসত্বের মূল। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ﴾ (١٦٥) سورة البقرة

অর্থ:"এবং মানবমন্ডলীর মধ্যে এরূপ আছে যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সদৃশ বা শরীক স্থির করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালবেসে থাকে এবং যারা

বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তর। " [সূরা বাকারাহ ১৬৫ আয়াত]

ইবনুল কাইয়েম [রাহেমাহুল্লাহ] বলেন ঃ

وصلاحه وفلاحه ونعيمه - تجريد هذا الحب للرحمن .

অর্থ:"অন্তরের সততা ও সঠিকতা এবং তার ফালাহ্ বা নাজাত এবং সুখ ও শান্তি এই ভালাবাসাকে রাহমান বা আল্লাহর জন্যে খালি করার মধ্যে রয়েছে।"

অর্থাৎ অন্তরের সঠিকতা এবং সফলতা আর সুখ ও শান্তি আল্লাহর জন্য ভালবাসাকে খালিস করতে হবে। তাই আল্লাহর ভালবাসা হলো অন্তরের ঢাল ও রক্ষাবর্ম এবং শক্তি, জীবন ও বল। আল্লাহর শপথ, আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্তরের সততা এবং নাজাত, রক্ষা এবং নিয়া'মতের অধিকারী, আনন্দ ও স্বাদ এবং একাগ্রতা সম্ভব নয়। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহেমাহুল্লাহ আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেনঃ

((ثلا ث من كن فيه وجد حلاوة الإ يمان أن يكون الله و رسوله أحب إليه مما سوا هما و أن يحب المرء لا يحبه الا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار))

অর্থ:"যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তার নিকট সবার চেয়ে প্রিয় হবে। সে মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসে এবং আল্লাহ কর্তৃক কুফরী থেকে রক্ষা পাওয়ার পর সে তাতে

ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে ঘৃণা করে, যেমনঃ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।"[বুখারী-২১, মুসলিম-৪৩]

এই হাদীসে একাগ্রতার সাথে দৃষ্টি করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, অন্তরের চাকার বৃত্ত ও পরিধি হলো আল্লাহর ভালবাসা। তাই ভালবাসা হলো দ্বীন ইসলামে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব এবং তার মূলনীতি হলো অধিক এবং নিয়ম ও পদ্ধতি হলো অতি গুরুত্বপূর্ণ বরং ভালবাসা হলো ঈমান ও দ্বীন ইসলামের প্রতিটি আমলের মূলনীতি। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١١) سورة التغابن

অর্থঃ"আল্লাহর অনুমতি ব্যতীরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করবেন।আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।" [সূরা তাগাবূন ১১ আয়াত]

প্রকৃত মহব্বতের আলামত এবং তার সত্যের মানদন্ডের কথা আল্লাহ তাআলার বাণীতে এরশাদ হয়েছে ঃ

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٣١) سورة آل عمران

অর্থ:[হে রাসূল!] "তুমি বলঃ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন

ও তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন; এবং আল্লাহ ক্ষামাশীল, করুণাময়।" [সূরা আল ইমরান ৩১ আয়াত]

তোমার মধ্যে যে পরিমাণ ভিতরে ও বাহিরে নাবী কারীম [ﷺ] এর অনুসরণ থাকবে, সে পরিমাণ তোমার মধ্যে আল্লাহর ভালবাসা থাকবে, যার মাধ্যমে অন্তর সংশোধন সম্ভব হবে।

তৃতীয় ঔষধ ঃ

আল্লাহর যিকর বা স্মরণ ঃ

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

﴿ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨) سورة الرعد

অর্থঃ"আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত (অন্তর) প্রশান্ত হয়।" [সূরা রা'দ ২৮ আয়াত]

সহীহ হাদীসে আবু মুসা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন ঃ

(مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت)

অর্থ:"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে স্মরণ করে, আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে স্মরণ করে না, তাদের উভয়ের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত এবং মৃতের ন্যায়।" [বুখারীহাদীস নং ৬৪০৭]

অতএব অন্তরের জন্য আল্লাহর যিকর বা স্মরণ হলো যেমনঃ পানিতে মাছের অবস্থা। পানি থেকে মাছকে উপরে উঠানো হলে মাছের অবস্থা কেমন হতে পারে ? অন্তরকে যদি যিকর থেকে বিরত রাখা হয় তা হলে তার অবস্থা উক্ত মাছের অবস্থার ন্যায়। তাই অন্তরকে আল্লাহর যিকর থেকে বিরত

রাখা হলে অন্তর কঠিন ও শক্ত, অন্ধকার ও তমাসাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (٢٢) سورة الزمر

অর্থ:"দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্যে, যারা আল্লাহর স্মরণে পরন্মুক।" [সূরা যুমার ২২ আয়াত]

ইবনুল কাইয়্যেম [রাহেমাহুল্লাহ্] বলেন ঃ

প্রত্যেক বস্তুর জন্য আলো রয়েছে এবং অন্তরের উজ্জ্বলতা বা আলো হলো আল্লাহর যিকর বা স্মরণ।

এক ব্যক্তি হাসান বাসরীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "হে আবু সাঈদ, আপনার কাছে আমার অন্তর শক্ত ও কঠিন হওয়া সম্পর্কে অভিযোগ করছি। এ কথা শুনে আবু সাঈদ বা হাসান বাসরী বললেন: আল্লাহর যিকর দ্বারা তা তরল ও গলিয়ে দেয়। আল্লাহর যিকর এর ন্যায় এমন অন্য কোন ব্যবস্থা নেই যে, যার দ্বারা অন্তরের কঠিনতা তরল করা সম্ভব। এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা মুমেনদেরকে অধিক মাত্রায় তাঁকে স্মরণ করার জন্য কুরআনে বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তার মধ্যে আল্লাহ্ পাকের এরশাদ হলো ঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٤٢) سورة الأحزاب

অর্থ:"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে। এবং সকাল-সন্ধা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।" [সূরা আহযাব ৪১ -৪২ আয়াত]

আয়েশা [রাঃ] জানিয়েছেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] তিনি সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে জ্ঞানী বলে উল্লেখ করেছেন যারা সর্বাবস্থায় অল্লাহকে স্মরণ করে থাকে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾(١٩١)

অর্থঃ"যারা দন্ডায়মান, উপবেশন ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।" [সূরা আল ইমরান ১৯১ আয়াত]

কমপক্ষে তার মধ্য থেকে শর্তযুক্ত আযকারগুলির প্রতি হিফাজত করা, যেমনঃ সকাল ও বিকালে পাঠ করারা দু'আ এবং নামাযের পর যে সমস্ত আযকার পাঠ করা হয় তার প্রতি যত্নবান হওয়া। এবং ঐ সমস্ত দুআ যা কোন কারণে অথবা বিশেষ অবস্থায় পাঠ করা হয়।

[প্রিয় পাঠক!] আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, তোমার জন্য যতটুকু সম্ভব অধিক মাত্রায় আল্লাহর যিকর করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে। কারণ আল্লাহর যিকর বা স্বরণ হলো অন্ধকার হতে আলোর পথে বের হয়ে আসার এবং আল্লাহ পাকের কাছ থেকে রহমত, দয়া ও অনুগ্রহের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এ কারণেই আল্লাহ পাক তাঁকে বেশি বেশি স্মরণ এবং সকাল এবং বিকাল তাঁর তাসবীহ পাঠ কারার নির্দেশ প্রদান করার পর এর প্রতিদান উল্লেখ করে বলেন ঃ

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (٤٣) سورة الأحزاب

অর্থঃ "তিনি [আল্লাহ] তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশতারাও তোমার জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে আনবার জন্যে, এবং তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।" [সূরা আহযাব ৪৩ আয়াত]

তাই আল্লাহকে স্মরণকারীর প্রতিদান হলো অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত এবং ফিরিশতার পক্ষ থেকে ক্ষমার দু'আ করা।

চতুর্থ ঔষধ ঃ

খাঁটি বা আন্তরিক ভাবে তাওবাহ্ করা এবং অধিক মাত্রায় ইসতেগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

তাই খাঁটি বা আন্তরিক ভাবে তাওবাহ্ যার মধ্যে তাওবার শর্ত পরিপূর্ণ আছে তা অন্তরকে মহিমান্বিত করে তুলে এবং অন্তর থেকে পাপ ও খারাপ কাজের ময়লা দূরীভুত করে দেয়। কারণ পাপ ও অন্যায়ের কাজে ধারাবাহিক ভাবে লেগে থাকা অন্তরকে কালো করে তুলে এর ফলে তুমি যে পাপ ও অন্যায় কাজে লেগে থাকে তার অন্তরকে অন্ধকার এবং কঠোর নিষ্ঠুর এবং নির্দয় দেখতে পাবে এবং তার মধ্যে স্বচ্ছতা, নির্মলতা এবং আনন্দ ও মজা খুজে পাবে না। বরং আল্লাহর শপথ সে অন্তর আযাব, দুর্ভাগ্য এবং কষ্টের মধ্যে থাকবে।

কাজেই তাওবাহ্ হলো অন্তরের এক প্রয়াস ও প্রচেষ্টার নাম। অন্তরের সঠিকতা, সংস্কার, সংশোধন এবং শুদ্ধির জন্য তাওবাহ্ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। তাই বেশি বেশি

তাওবাহ্ করা এবং তাওবাহ্‌কে বার বার নবায়ন করা ও সর্বদা ইসতেগফার করা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে তুলে। এবং তাকে ভাল কাজের জন্য আগ্রহী করে তুলে। আল্লাহর রাসূল [ﷺ] সহীহ হাদীসে বলেনঃ

((إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة)) أحمد (١٨٠٠٢)

অর্থ:"অন্যমনস্কতা আমার অন্তরকে ঢেকে নেয়। তাই আমি দিনে অল্লাহর কাছে একশত বার ইসতেগফার কামনা করি।" [আহমাদ (১৮০০২)]

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] খবর দিয়েছেন যে, ইসতেগফারের দ্বারা তাঁর অন্তর থেকে অন্যমনস্কতা দূর হয়ে যায়, অথচ রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর পূর্বের এবং পরের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। তা'হলে অন্য যাদের গোনাহের বোঝায় স্কন্ধ ভারি হয়ে গেছে এবং অধিক অন্যায় ও পাপ বৃদ্ধি করেছে,তার কি অধিকমাত্রায় ক্ষমা চাওয়া দরকার নয় ? যার মাধ্যমে তার অন্তরের ভ্রান্তি ও অন্যায় সংশোধন হয়ে যাবে? আল্লাহর শপথ অবশ্যই আমরা সকলেরই অধিক তাওবা করার মুখাপেক্ষি। কারণ বান্দাহ যখন গুনাহ থেকে তাওবাহ করে এবং তার অন্তর থেকে যে সমস্ত ভাল ও খারাপ আমলের মিশ্রিত হয়েছিল খালি করে নেয় এবং যখন সে গোনাহ থেকে তাওবাহ করবে তখন অন্ত রের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং সে ভাল কাজ করার ইচ্ছা খুজে পাবে এবং তার মধ্যে অন্তরের ঐ সমস্ত নষ্ট ও বিকৃত দুর্ঘটনা

থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ (١٢٢) سورة الأنعام

অর্থ:"এমন ব্যক্তি যে ছিল প্রাণহীন তৎপর তাকে আমি জীবন প্রদান করি এবং তার জন্যে আমি এমন আলোকের [ব্যবস্থা] করে দেই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফেরা করতে থাকে সে কি এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে [ডুবে] আছে অন্ধকার পুঞ্জের মধ্যে,তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছে না।" [সূরা আন'আম ১২২ আয়াত]

এটি একটি উদাহরণ মাত্র, আল্লাহ্ পাক যাদের অন্তর কুফরী ও অজ্ঞতা দ্বারা মৃত তাদের জন্য বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ পাক যেন উক্ত কুফরী ও অজ্ঞতা থেকে তাওবাহ করার মাধ্যমে হিদায়েত প্রদান করেন এবং তাকে ঈমান দ্বারা উর্বর করেন এবং তাকে নূর বা আলো দান করেন যার দ্বারা সে আলো গ্রহণ করতে পারে এবং তার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে পথ চলতে পারে।

পঞ্চম ঔষধ ঃ

তোমার হিদায়েত এবং অন্তরের সংশোধনের জন্য আল্লাহকে ডাকা ও তাঁর কাছে বেশি বেশি প্রার্থনা করা। কারণ দুআ বা প্রার্থনা করা অন্তরের সংশোধনের দরজা সমূহের

একটি বড় দরজা বা প্রবেশ পথ। আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

﴿ فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ (٤٣) سورة الأنعام

অর্থ:" সুতরাং তাদের প্রতি যখন আমার শাস্তি পৌছলো তখন তারা কেন নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করলো না ? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে পড়লো, আর শয়তান তাদের কাজকে তাদের চোখের সামনে শোভাময় করে দেখালো।" [সূরা আন'আম ৪৩ আয়াত]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন ঃ

আমি সবচেয়ে উপকারী দুআ সম্পর্কে গভির ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি যে, তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি সাহায্য কামনা করা। অতঃপর আমি তা সূরা ফাতেহায় নিম্নের আয়াতে খুজে পেয়েছি।{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}

অর্থ:"[হে আল্লাহ!] আমি তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।" সূরা ফাতিহা

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] আল্লাহর কাছে তাঁর আত্মার শুদ্ধি, হিদায়েত এবং হকের প্রতি অবিচল থাকার জন্য বেশি বেশি প্রার্থনা করতেন। ইমাম তিরমিযী সহীহ সনদে উম্মে সালামা [রাঃ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এই দুআটি বেশি বেশি করে পাঠ করতেনঃ (يا مقلب القلوب ثبت قلبي

(علـى دينـك) অর্থ "হে অন্তর পরিবর্তনকারী ! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের প্রতি স্থির রাখ।" [তিরমিযী হাদীস নং ২১৪০]

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন ঃ

((إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء))

অর্থঃ"নিশ্চয়ই আদম সন্তানের সমস্ত অন্তর পরম করুণাময় আল্লাহর দু'আঙ্গুলের মাঝে এক অন্তরের ন্যায়, তিনি যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করেন।"

এবং তিনি আরও বলেনঃ

((اللهم مصرف القلوب صرف قلبنا على طاعتك))

অর্থঃ"হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে পরিবর্তন করো।"

ষষ্ট ঔষধঃ -

বেশি বেশি আখেরাতের কাথা স্মরণ করা, কারণ আখেরাত সম্পর্কে গাফেল থাকা কল্যাণ এবং নেকির কাজে প্রতিবন্ধতা সৃষ্টিকারী এবং অন্যায় ও ফেতনা বা বিপদে আকর্ষণকারী। এ কারণেই নাবী কারীম [ﷺ] বলেন ঃ

((زوروا القبور فإنها تذكركم الموت)) وفي رواية ابن ماجة ((فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة))

অর্থঃ "তোমরা কবর যিয়ারত করো, কারণ কবর যিয়ারত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।" [মুসলিম ৮৭৬]

ইবনে মাজার অন্য এক বর্ণনায় আছে 'কবর যিয়াত তোমাদেরকে দুনিয়া ত্যাগ করা এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়েদিবে ।' [সুনান ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং-১৫৭১]

অন্তরের জন্য কবর যিয়ারত, আখেরাত ও মৃত্যুর স্মরণ এর চেয়ে অন্য কিছু অধিক উপকারী বিষয় নেই। কারণ আখেরাত ও মৃত্যুর স্মরণ হলো প্রবৃত্তির দমন ও নিয়ন্ত্রণকারী এবং গাফলতি ও অসতর্কতা থেকে জাগরণকারী। এ কারণেই নাবী কারীম [ﷺ] বেশি বেশি স্বাদ, সুখ, উপভোগ এর ধ্বংসকারী [আখেরাত ও মৃত্যুর] কথা স্মরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

সপ্তম প্রতিকার ও ঔষধ ঃ-

সালাফে সালেহীনের সীরাত বা জীবন-চরিত পাঠ করা। তাদের জীনব চরিত এবং কেসসা ও ঘটনায় জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ রয়েছে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾

অর্থ:"এবং রাসূলদের ঐ সব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি, এর দ্বারা আমি তোমর চিত্তকে দৃঢ় করি।" [সূরা হূদ ১২০ আয়াত]

নাবী, রাসূল শহীদ এবং সালেহীন ও অন্যান্য আল্লাহর আউলিয়াদের কেসসা ও ঘটনায় অন্তরকে স্থির রাখে এবং

অন্তরকে সঠিকতা ও সৎকর্মশীল এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়। তাই যে ব্যক্তি দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞানের সাথে বিভিন্ন জাতির জীবন বৃত্তান্ত পর্যবেক্ষণ করবে আল্লাহ পাক তার অন্তরে নতুন জীবনদান করবেন এবং তার গোপন বিষয় এবং রহস্যকে সংশোধন করবেন। বিশেষ করে নাবী মুহাম্মদ [ﷺ] এর পবিত্র সীরাত হলো ঈমান বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় মাধ্যম এবং অন্তর ও হৃদয় সংশোধন করবে।

অষ্টম ঃ চিকিৎসা ও ঔষধ,

উত্তম এবং সৎ ও ধার্মিক লোকদের সাহচর্যতা লাভ করা, কারণ তারা এমন লোকজন যাদের সঙ্গী ও সাথীগণ কখনও দুর্ভাগ্যবান হন না। আল্লাহ পাক তাঁর নাবী মুহাম্মদ [ﷺ] কে সম্বোধন করে বলেন ঃ

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾(٢٨) سورة الكهف

অর্থঃ" [হে রাসূল!] নিজেকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহবান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না ; যার চিত্তকে বা অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে ও যার

কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না। "[সূরা কাহ্ফ ২৮ আয়াত]

ইমাম আহমাদ নাবী কারীম [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন,

(المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)

অর্থঃ"ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের প্রতি হয়ে থাকে, কাজেই তোমরা যারা বন্ধু গ্রহণ করবে পর্যবেক্ষণ করে যেন তা গ্রহণ করে।"

ইমাম মালিক ইবনে দীনার বলেন ঃ

"ধার্মিক লোকদের সাথে তোমার পাথর বহণ করা পাপাচারী ও লম্পট লোকদের সাথে মিষ্টি খাওয়া থেকেও উত্তম।" অতএব ভাল ও উত্তম, সৎ এবং ধার্মিক লোকদের সাহচর্যতা লাভ করার কামনা করবে এবং তাদের সাহচার্য লাভের চেষ্টা করবে, যাদের দেখা হলে আল্লাহকে স্মরণ আসে। কারণ তাদের সাহচর্যতা অন্তরের জীবন। একজন সালাফ বলেছেন,

(إن كنت لألقى الرجل من إخواني فأكون بلقياه عاقلا أياما)

অর্থঃ"আমি যদি আমার বন্ধুদের মধ্য থেকে কোন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করি তা হলে তার সাথে এ সাক্ষাতের মাধ্যমে অনেক দিন বুদ্ধিমান হয়ে থাকি।"

এবং অন্য একজন সালাফ বলেছেন ঃ

((كنت أنظر إلى أخ من إخواني فأعمل على رؤيته شهرا))

অর্থ:"আমার বন্ধুদের মধ্য থেকে কোন একজন বন্ধুকে দেখলে তাকে দেখে আমি এক মাস আমল করি।"

এই সমস্ত অন্তরের প্রতিষেধক এর মূলনীতি এবং আত্ম শুদ্ধির মাধ্যম। তাই তা উপলব্ধির চেষ্টা এবং তা ভালভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা উচিত। কারণ প্রকৃত সমৃদ্ধি ও কল্যাণ অন্তরের সঠিকতা ও তার শুদ্ধি ছাড়া অর্জন সম্ভব নয়। যাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়েছে এবং যাদের গোপনীয়তা ভাল তাদের জীবন থেকে অধিক সুখময়, অধিকতর সুস্বাদু ও মজাদার, অধিক উৎকৃষ্ট বস্তু, অধিকতর ভাগ্যবান ও সুখী এবং অধিক পূর্ণাঙ্গ অন্য কারো নেই।

আরশে আযীমের মালিক মহান আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করি যারা তাঁর কাছে খাঁটি ও অটুট অন্তর নিয়ে উৎসর্গ করতে পারেন যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩) ﴾ سورة الشعراء

অর্থ:"যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তান -সন্ততি কোন কাজে আসবে না। সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।" [সূরা শুআরা৮৮-৮৯]

আবারও আরশে আযীমের মালিক মহান আল্লাহর কাছে দুয়া' করি, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে তাঁর শরীয়তের প্রতি সঠিক ও সোজা পথে চলার তাওফীক দান করেন এবং তিনি আমাদেরকে যেন একনিষ্ঠ অন্তর এবং সৎ আমল করার তাওফীক দান করেন। এবং আমাদের অন্তরে

যেন তাকওয়া বা পরহেজগারী দান করেন এবং যেন তা পবিত্র করেন এবং তিনিই উত্তম অন্তরের পবিত্রকারী।

পরিশেষে আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ পাক জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ককারী মুহাম্মদ [ﷺ] তাঁর পরিবার পরিজন এবং তাঁর সাহাবাগণের প্রতি রহমত নাযিল করুন।

পুস্তিকাটি লিখেছেন ঃ
খালেদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল মুসলেহ
আল কাসীম, ওনায়যাহ
পোষ্ট বক্স নং ১০৬০

সূচীপত্র

সন্দেহ ও সংশয়

পঞ্চম আপদ ঃ

গাফলতি ও অবহেলা করা

*কি ভাবে অত্মশুদ্ধি করা সম্ভব ?

প্রথম ঔষধঃ

মহান ও বিজ্ঞানময় কুরআন

দ্বিতীয় ঔষধ ঃ

আল্লাহর প্রতি বান্দাহ্‌র গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করা।

তৃতীয় ঔষধ ঃ

আল্লাহর যিকর বা স্মরণ

চতুর্থ ঔষধ ঃ

আন্তরিক ভাবে তাওবাহ করা এবং অধিক মাত্রায় অল্লাহর কাছে ইসতে-গফার বা ক্ষমা চাওয়া।

পঞ্চম ঔষধ ঃ

হিদায়েত এবং অন্তরের সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা।

ষষ্ঠ ঔষধ ঃ

বেশি বেশি আখেরাতের কথা স্মরণ করা।

সপ্তম ঔষধ ঃ

সালাফে সালেহীনের সীরাত বা জীবনী পাঠ করা।

অষ্টম ঔষধ ঃ

সৎ ও ধার্মিক লোকদের সাহচার্যতা লাভ করা।

صلاح القلوب

﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝﴾

تأليف:

خالد بن عبد الله بن محمد المصلح

مترجم:

عبد النور بن عبد الجبار

(باللغة البنغالية)

مراجعة

ذاكر حسين بن وارث الله

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

المملكة العربية السعودية

١٤٣٠هـ

تاليف

خالد بن عبد الله بن محمد المصلح

باللغة البنغالية

وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي
ص.ب ٦١٨٤٣ الرياض ١١٥٧٥- هاتف : ٤٧٣٦٩٩٩ - فاكس: ٤٧٣٧٩٩٩
www.al-islam.com www.qurancomplex.org